ডালিয়ার দুই রূপ!

হিফজুর রহমান

[মালাকরহীন কাননে নীলঞ্জনা ডালিয়া - ১২]

[আগের সংখ্যাগুলো পড়ার জন্যে এখানে টোকা দিন]

গতকাল বিকেল, সন্ধ্যা ও রাতটা চমৎকার কেটেছে দেবাশীষের। বেইলি রোড বা ইদানীংকালের নাটক সরনীর মহিলা সমিতি নাট্যমঞ্চে লোকনাট্য দলের প্রযোজনা কঞ্জুষ নাটকটা দেখেছে ওরা। অর্পিতা, অর্ক দুজনেই বেশ আনন্দ পেয়েছে নাটকটা দেখে। বিশেষ করে অর্ক তো জাহিদ হাসানের অভিনয় দেখে হেসেই খুন। জাহিদের অভিনয়ও হয়েছে চমৎকার। দেবাশীষও অনেকদিনের ডালিয়ার ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে এসে একটু যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

আজ সকালে উঠে অফিসে যাবার জন্যে তৈরী হতে হতে এসব কথা ভাবছিল। ডাইনিং স্পেসে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টাইটা বাঁধতে বাঁধতে কাল বিকেল আর রাতের কথা মনের পটে ভেসে ওঠে দেবাশীষের। অনেকদিনই অর্ক ও অর্পিতাকে এমন সময় দেয়া হয়নি ওর। আগে প্রায়ই ছুটির দিনগুলোতে আড্ডা মারতে বা আউটিংয়ে বেরিয়ে পড়তো ওরা। শুক্র-শনির ছুটির দিনে ঢাকার বাইরে না গেলে অফিসের কাজ থাকতোইনা বললে চলে। ফলে এই দিন দুটো কেবলই ওদের নিজেদের ছিল। কিন্তু, ডালিয়া ওর জীবনে এসে পড়ায় শনিবারের বিকেল সন্ধ্যাতো যেতোই, কখনো কখনো শুক্রবারটাও কেটে যেতো ডালিয়ার সঙ্গে। ফলে, অর্ক বা অর্পিতা সারা সপ্তাহ জুড়েই প্রায় পেতোনা ওকে। মনে মনে ভাবলো দেবাশীষ, নাঃ খুব অন্যায় হয়ে যাচ্ছে ওর। এই সংসারটাওতো ওর দায়িত্ব। আরেকবার ভাবলো, এসব আজকেই ভাবছে কেন সে? নাকি কালকে ডালিয়াদের বাসায় গিয়ে ইউনার কাছ থেকে সব কথা জানতে পারার পর ওর মাথাটা গেছে। হতেও পারে। আসলে ডালিয়ার এই দুই রূপের কথা এখনো সে ভাবতে পারছেনা। আর ওই জন্যেই কি এই সংসারের প্রতি ওর দায়িত্ব বোধ বেশি হয়ে পড়লো হঠাৎ করে?

ডাইনিং টেবিলে গিয়ে বসে পড়ে ও। অর্কও প্রায় তৈরী। অফিসে যাবার সময় ওকে স্কুলে নামিয়ে দিয়ে যায় দেবাশীষ। ছুটির পর ওকে নিয়ে আসে অর্পিতা। টেবিলে নাশতা রেডি। সকালে দুটো হাতে গড়া রুটি আর শব্জি খেতেই পছন্দ করে ও। অর্কর জন্যে কর্নফ্লেক্স, দুধ আর ডিম পোচ। আবার কখনো পাউরুটি, মাখন আর ডিম। অর্পিতাও তাই। তবে দেবাশীষ পাউরুটি খুব একটা পছন্দ করেনা। আর পাউরুটি খেলে ওর একটু অ্যাসিড ফর্ম করে। একটু হার্ট বার্ণও হয়। তাই যথাসম্ভব ওই জিনিষটা এড়িয়েই চলে ও। অর্পিতা ওই জন্যেই কোন ঝামেলায় না গিয়ে দুটো রুটি গড়ে দেয়। তবে, শনিবার সকালে দেবাশীষের বিলাসিতা হলো পান্তা ভাত আর বেশি করে পেঁয়াজ মরিচ দিয়ে ডিম ভাজা খাওয়া। অর্পিতা তাই মাঝে মধ্যেই ঠাট্টা করে বলে, 'এই একদিন বাঙালী হবার চেষ্টা করো, তাইনা?'

দেবাশীষ বলে, 'না অর্পি, বাঙালী সবদিনই থাকি। খালি চাকরীটা আর চাকরীর ধড়াচূড়া আমাকে সাহেব বানিয়ে দেয় সপ্তাহে পাঁচদিন। বাকি দু'দিন তো দ্যাখোই আমি পাঞ্জাবি-পাজামা ছাড়া আর কিছু পরিনা।'

অবশ্য এই কথায় আর আপত্তি করার সুযোগ পায়না অর্পিতা। এই দু'দিন কোন সোশ্যাল প্রোগ্রাম, এমনকি কোন বিশেষ দাওয়াত বা বিয়ে-শাদি থাকলেও দেবাশীষ ওই পাঞ্জাবি-পাজামা পরেই যাবে। অর্পিতা অনেক জিদ করেও কোন দাওয়াতে ওকে স্যুট-টাই পরিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি।

দেবাশীষ অর্ককে ডাকে, 'বাবা এসো নাশতা করতে। নইলে দেরি হয়ে যাবে।' এরই মধ্যে ঘড়িটা দেখে নেয় ও। কাজের দিনগুলোতে একেবারে ঘড়ির কাঁটার সাথে তাল মিলিয়ে চলে ও। অ্যাতোদিন হয়ে গেল ওর এই চাকরীর। এর মধ্যে একটা দিনও ওর এক মিনিটও লেট হয়নি। বরং পাঁচ দশ মিনিট আগেই পৌঁছে যায় ও। শুধু হরতালের দিনগুলোতে একটু দেরিতে যাওয়া অফিসে সবার জন্যেই অ্যালাউড। কারণ, সেদিন সবাইকে রিকশায় করেই যেতে হয়। সেটাও কখনো কখনো পাওয়া দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়। আবার রিকশা পাওয়া গেলেও হরতালকারীদের ধাওয়ার কারণে অলি-গলি হয়ে যেতে হয়। সেকারণেও দেরি হয়ে যায় অফিসে পৌঁছুতে।

অর্ক-অর্পিতা প্রায় একসঙ্গেই আসে টেবিলে। অর্ক বলে, 'বাবা, কালকে খুব মজা হয়েছে। থ্যাঙ্কস, বাবা।' খুব কেতাদুরস্ত হয়ে উঠেছে অর্ক।

এবার দেবাশীষ বলে,'নো মেনশন প্লীজ। ইট ওয়াজ অল আওয়ার প্লেজার।' বলেই একই সাথে নাশতা খাওয়া আর আপন ভাবনায় ডুবে যায় দেবাশীষ। কাল রাতে মহিলা সমিতি থেকে সোজা বনানী ছুটে যায় ওরা। হেলভেশিয়ায় বার্গার আর নাগেট দিয়ে ডিনার সেরে ফেলে ওরা তারপর মভেমপিকে গিয়ে আইসক্রিম। অর্ক এমনিতে মোটেও ডিমান্ডিং নয়। তবে, আজকালকার অধিকাংশ ছেলে-মেয়ের মতো ফাস্ট ফুড আর আইসক্রিমের প্রতি ওর অমোঘ আকর্ষণ রয়েছে। অবশ্য খুব নিয়মিতই ওগুলো খেতে চায় ও সেটা নয়। আর তাই ছেলের এই দাবি পূরণ করতে মোটেও দ্বিধাবোধ করেনা দেবাশীষ। কাল রাতে বাসায় ফিরতে ফিরতে প্রায় মধ্য রাত। তারপর অর্কর আবদার দেবাশীষ আর অর্পিতার মাঝে শোবে ও। এরকম আবদারও সে মাঝে মধ্যে করে। দু'জনের মাঝখানে শুলেও সবসময়ই ও দেবাশীষের গলা জড়িয়ে ধরে একটা পা ওর পেটের ওপর তুলে দিয়ে শোয় ও। অর্পিতা সেটা নিয়ে মাঝে মধ্যে অর্ককে ধাতানি দিলেও দেবাশীষ ওকে সঙ্গে নিয়ে শোয়াটাকে উপভোগই করে।

অর্পিতার কথায় চমকে ওঠে দেবাশীষ,'কি ব্যাপার, কোন দর্শন তত্ত্বে ডুবে গেলে নাকি? অফিস যাবেনা।' অর্পিতাও একটু অবাক হয়েছে দেবাশীষকে এরকম আনমনা দেখে। কারণ, অফিসের দিন সকাল বেলা ও একরকম ছুটের মধ্যে থাকে। আজকেই একটু অন্যরকম দেখাচ্ছে।

ঘড়ির দিকে চেয়ে লাফ দিয়ে ওঠে দেবাশীষ। হ্যাঙ্গারে ঝোলানো জ্যাকেটটা নিয়ে হাতায় ওর হাত গলাতে গলাতে রওনা দেয় দরজার দিকে। অপু সকালেই এসে ব্যাগটা নিয়ে গেছে। আগের রাতেই দেবাশীষ অফিস যাবার ব্যাগটা গুছিয়ে রাখে। সকালের জন্যে এই হ্যাপাটা তুলে রাখেনা কখনো সে। 'চলো, চলো,' করে তাড়া দেয় ও অর্ককে। দু'জনেই প্রায় একছুটে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়।

অফিসে পৌঁছেই প্রথমে এক বাক্স চকোলেট দিয়ে দেয় ডেভিডকে। ডেভিড ওদের ক্লিনার-কাম-ফটোকপি-ফ্যাক্স মেশিন ম্যান। আবার স্টোরের কাজও করে ও। এককথায় ডেভিডকে ওদের হোয়াট নট বলা যায়। ওদের অফিসের একটা সিস্টেম হলো কেউ বিদেশ থেকে ট্রিপ সেরে এলে সবার জন্যে চকোলেট অবশ্যই আনবে। আর বিশেষ বিশেষ সম্পর্কের ক্ষেত্রে অন্য উপহারও থাকে। তবে চকোলেট বিলি করার দায়িত্ব পড়ে ডেভিডের ওপর। এটা প্রায় কনভেনশনেই পরিণত হয়ে গেছে এবং সবাই এটার জন্যে তৈরীও থাকে। ডেভিড নেটিভ খ্রীষ্টান।

নিজের অফিসে ঢুকে প্রথমেই টেলিফোন করে পিটারকে,'মর্নিং পিটার, আয়্যাম ব্যাক।'

পিটার জবাব দেয়,'গুড, দেব। আই উইল ক্যাচ আপ উইথ ইউ শর্টলি। লেট মি চেক দ্য নিউজ পেপারস।'

'ও কে নট আ প্রবলেম।' দেবাশীষের জবাব। সেও পত্রিকাগুলো দেখে নেবে এই ফাঁকে। সঙ্গে কফি। ডেভিড যেন অন্তর্যামির মতো ওর মনের কথা বুঝতে পেরে গেছে। ওর হাতে দেবাশীষের মগে ধোঁয়া ওঠা কফি আর আজকের পত্রিকা। কাউকে কফি বানিয়ে খাওয়ানোটা ওর কাজের মধ্যে পড়েনা। তবে, দেবাশীষ এই সুযোগটুকু মাঝে মধ্যেই পেয়ে যায়।

ডেভিড অজুহাত দেয়,'স্যার আজকে ব্যস্ত থাকবেনতো, তাই ভাবলাম কফিটা আমিই বানিয়ে আনি.....'

'থ্যাংকস ডেভিড,' একটু হাঁফ ছেড়েই বাঁচে ডেভিডের এই সহযোগিতায়। কারণ, আজকে সত্যিই ওর ব্যস্ত দিন যাবে। অনেকদিনের অনুপস্থিতিতে রাজ্যের কাজ, মেইল সব জমা হয়ে আছে নিশ্চয়। আজ আর কোন বিলাসিতার ফুরসত নেই। কফি খেতে খেতে কাগজগুলোর হেডিং-এর ওপর শুধু চোখ বুলিয়ে নেয় ও। ইন্টারেস্টিং কিছু থাকলে বাসায় নিয়ে গিয়ে পড়বে আজ। তারপর কম্পিউটার অন করে ও মেইল বক্স চেক করে। সত্যিই রাজ্যের মেইল জমা হয়ে আছে। কিছু ব্যক্তিগত। ওগুলোকে বাদ দিয়ে কাজের মেইলগুলোর ওপর নজর দিতে শুরু করলো। ব্যক্তিগত মেইল পরে দেখলেও চলবে।

এরই মধ্যে একবার গিয়ে পিজিয়ন হোল চেক করে আসলো, ওখানে কিছু জমা হয়ে আছে কি না। টুকটাক কয়েকটা কাগজ আছে, খুব জরুরী কিছু নয়।

কাজের মধ্যে নাক ডুবিয়ে দিল দেবাশীষ। এর মধ্যে একবার পিটার এসে ঘুরে গেছে। বলে গেছে আজ ওর সাথে জরুরী কাজ নেই কোন। দেবাশীষ বরং আজ হাউজকিপিং-এর কাজগুলো সেরে ফেলুক। বড়ো সাহেবও এসে একবার "ওয়েল কাম ব্যাক" জানিয়ে গেছেন। লাঞ্চ পর্যন্ত আর কোন দিকে তাকাবার ফুরসত পায়নি ও। ঝটিতি লাঞ্চ সেরে আবার কাজে ডুব।

টেলিফোনের শব্দে ওর কাজে যতি পড়লো। বাইরের কল।

'ইয়েস, গুড আফটারনুন, দেবাশীষ স্পীকিং।'

'হ্যাঁ, দেব আমি।' ডালিয়ার কণ্ঠ,'অ্যাতোক্ষন ফোন করিনি, জানি ব্যস্ত থাকবে।'

'হ্যাঁ, ব্যস্তই ছিলাম, প্রচন্ড।' খুব আনুষ্ঠানিক কণ্ঠে বলে দেবাশীষ। অ্যাতোক্ষণ ভুলেই ছিল ডালিয়ার কথা, যা খুবই অবাস্তব এখনকার দেবাশীষের জন্যে। তবে, কালকের সব ঘটনা ও তথ্য ওর মনটাকে একেবারে নড়িয়ে দিয়েছে।

'কি ব্যাপার অ্যাতো কাঠ কাঠ করে কথা বলছো কেন?' ডালিয়া অনুযোগ জানায়।

পাশ কাটাবার ভঙ্গীতে বললো দেবাশীষ,'না, কাজের চাপে আছি তো....'

'ঠিক আছে, তুমি কাজ করো এখন,' ডালিয়া বলে,'সন্ধ্যেয় দেখা হচ্ছেতো?'

'এখনই বলতে পারছিনা। সম্ভব হলে পরে জানাবো তোমাকে।' বলেই টেলিফোনটা নামিয়ে রাখে দেবাশীষ। প্রচন্ড রাগ এখন ওর ভেতর জমা হচ্ছে। এখন বেশি কথা বললেই গন্ডগোল হবে। তাছাড়া ডালিয়ার সাথে কথা বলবার আগে ওর বাবা-মার সাথে কথা বলতে হবে। আজ ও কিছুতেই ডালিয়ার সাথে দেখা করতে চায়না। *(চলবে)*

[লেখকের পরিচিতি জানতে শীর্ষে তাঁর ছবিটিতে টোকা মারুন]